তারিখ ... 27 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা

৩০ মিনিট আগে হলে উপস্থিত হতে হবে পরীক্ষার্থীদের

এম এইচ রবিন ●

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার হলে উপস্থিত থাকতে হবে শিক্ষার্থীদের। জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা নকলমুক্ত, সুশৃঙ্খল এবং সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গতকাল বুধবার সচিবালয়ের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আগামী ১ নভেম্বর শুরু হচ্ছে এ পরীক্ষা। শেষ হবে ১৭ নভেম্বর। এবার দেশের দুই হাজার ৭৩৪টি কেন্দ্রে ২৪ লাখ ১০ হাজার ১৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। এর মধ্যে ১১ লাখ ২৩ হাজার ১৬২ ছাত্র এবং ১২ লাখ ৮৬ হাজার ৮৫৩ ছাত্রী।

এ বিষয়ে গতকাল সন্ধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

৩০ মিনিট আগে হলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ইসলাম নাহিদ আমাদের সময়কে জানান, এই পরীক্ষায় শুরুতে এমসিকিউ (নৈর্ব্যক্তিক) প্রশ্ন দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের, পরে লিখিত পরীক্ষার খাতা ও প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। এমসিকিউ ফরম নির্ভুলভাবে পূরণ করতে শিক্ষার্থীদের সময় দরকার। তাই পরীক্ষার হলে আগে উপস্থিত হলে তাদের সময় বাঁচবে। এ ছাড়া পরীক্ষার কিছু সময় আগে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খোলা হয়। এই কম সময়ের মধ্যে কেউ যেন প্রশ্ন বাইরে পাঠাতে না পারে, সেই প্রশ্নের উত্তর যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে না পৌঁছাতে পারে, সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত। পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের নির্ধারিত আসনে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পরীক্ষা শুরুর আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষা নকলমুক্ত রাখতে ফেসবুকসহ সব গণযোগাযোগ মাধ্যমের ওপর কড়া নজরদারি রাখা হবে।

বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রের আশপাশের এলাকায় পরীক্ষার হলে প্রবেশের আগে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা মোবাইল ফোন কিংবা ল্যাপটপে ইন্টারনেটে প্রশ্নপত্র খুঁজতে থাকেন। পরীক্ষা শুরুর ঠিক এক-দুই মিনিট আগে পরীক্ষার্থীরা হলে প্রবেশ করে। এ ধরনের প্রবণতা তাদের পরীক্ষার প্রতি মনোযোগ নষ্ট করে। এতে ফল খারাপ হয়। এদিকে পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খোলা হয়। সে সময় দুষ্কৃতিদের দ্বারা প্রশ্ন বাইরে চলে যায়, যা দ্রুত অনলাইনের মাধ্যমে হস্তগত হয় শিক্ষার্থীদের। এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধে এবার কঠোর অবস্থান নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের তালিকা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের তালিকা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় প্রশ্নফাঁস করে কিছু পেশাদার লোক। আর এদের সঙ্গে আরও কিছু লোক যুক্ত হয়। পেশাদারদের চিহ্নিত করা হয়েছে। আর কিছু লোক রাজনৈতিকভাবে সরকারকে হেয় করার জন্য প্রশ্ন ফাঁস করে। যারা প্রশ্ন ফাঁস বা গুজব ছড়ায় তাদের কোণঠাসা করে দেওয়া হয়েছে।

কিছু শিক্ষকও প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন উল্লেখ করে নাহিদ বলেন, কেউ কেউ ধরাও পড়েছেন। কিছু শিক্ষক নজরদারির মধ্যে আছেন। আমরা খুবই দুঃখিত হই, যখন শুনি যে আমাদের শিক্ষকরাও এসব কাজে জড়িত। এ কারণে পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক অংশ কমিয়ে দিয়েছি।

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গতকাল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসেন, অতিরিক্ত সচিব অরুণা বিশ্বাস, নজরুল ইসলাম খান, চৌধুরী মুফাদ আহমদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মশিউর রহমান, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সিটি পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের জ্যেষ্ঠ এসপি মো. মনিরুজ্জামান, পুলিশ সুপার এএফএম আনজুমান কালাম, অ্যাডিশনাল এসপি আহমেদুল কবির, র‍্যাবের উপ-পরিচালক মেজর ইবনে মঞ্জুরুল কবির, বিটিআরসির সহকারী পরিচালক তৌফিক শাহরিয়ার, সব শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রমুখ।